পিলার্স ইন প্র্যাকটিস (চরষষধৎং রহ চৎধপঃরপব)

বিশ্বায়নের ফলে বিভিন্ন দেশে মানবাধিকারের অতি নিম্নমানের চর্চার মূল্যের বিনিময়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সমৃদ্ধ হয়েছে। স্থানীয় গার্মেন্টস্ শিল্প কর্তৃক নিযুক্ত ৪ মিলিয়ন বাংলাদেশীদের শতকরা ৮০% ভাগের অধিক বাংলাদেশী নারীদের জন্য কারখানায় কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের পরিবারকে সহায়তা করার একমাত্র অবলম্বন হিসাবে পথ খোলা আছে। ফলে গার্মেন্টস্ শিল্পের পুরুষ উর্দ্ধতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং কারখানার মালিকগণ কর্তৃক ভয় দেখিয়ে হুমকি ও যৌন হয়রানির মত মানবাধিকারসমূহ লঙ্ঘনের পাশাপাশি কারখানার বিদ্যমান সেবাসমূহের বিপজ্জনক কর্মপরিবেশের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তাদের কাছে সামান্যই ক্ষমতা থাকে। প্রায়শঃই এমনকি এইসব নারীরা জানেও না যে তাদের কথা বলার অধিকার আছে। জিম্বাবুয়েতেও মানবাধিকার লঙ্ঘনের গল্প অতি ভিন্ন কিছু নয়, যেখানে খনিজ আহরণ কোম্পানিসমূহ এবং সরকারের মধ্যে খনিজ ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের দ্বন্দ্বের ফলে শ্রমিকদের জীবন যাপন গভীরভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। জিম্বাবুয়েতে শ্রমিকদের বেতন কমিয়ে দেবার পাশাপাশি মাসের পর মাস শ্রমিকদেও পাওনা স্থগিত করার ফলাফলে শোচনীয়ভাবে দারিদ্রতায় নিমজ্জিত হয়ে অবৈধভাবে হীরার নুড়ি কুড়ানো বা অন্যান্য অবৈধ উপায় অবলম্বনের দিকে ধাবিত হয়ে মারাত্মক আঘাত বা এমনকি মৃত্যুর মত চরম ঝুঁকিতে নিমজ্জিত হয়। তাছাড়াও নিকারাগুয়ার মহাসাগরের সমগ্র অঞ্চল জুড়ে কৃষি শ্রমিকদেরকে দেশটির মধ্যে সর্বনিম্ন মজুরী পরিশোধ করা হয়, যা ল্যটিন আমেরিকার দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম সর্বনিম্ন মজুরীর দেশ হিসাবে বিবেচিত। নিকারাগুয়ার শিশুরা বিপজ্জনক প্রকৃতির শিশুশ্রমে নিয়োজিত হতে বাধ্য হয়, যেমনঃ ভারী বোঝা বহন করে, ভয়ানক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা এবং ঝুঁকিপূর্ণ কীটনাশক ও সারের দুষণে নিমজ্জিত হওয়ার পাশাপাশি বিরামহীন দীর্ঘ সময়ব্যাপী শিশু শ্রমে নিয়োজিত থাকতে বাধ্য হয়। পিলার্স ইন প্র্যাকটিস প্রকল্পের আওতায় তিনটি দেশের সকল সরকারসমূহ, বহুজাতিক কোম্পানির ব্যবসায়ী কর্তৃপক্ষসমূহ এবং সুশীল সমাজ সংস্থাসমূহ বিশ্বায়িত ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মকানুনের পাশাপাশি আইনের দুর্বল প্রয়োগ বা অনুপস্থিতিতে কি করতে হবে তা বুঝতে পারার অভাব পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বব্যাপী এসব বিষয়ের প্রতিক্রিয়া, একটি দেশ থেকে অন্য দেশের ভিন্নতার পাশাপাশি সরকার ব্যবসায়ী কর্তৃপক্ষ ও সুশীল সমাজ সংস্থার স্থানে দায়িত্ববোধের সামঞ্জস্যতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

এই সকল বিষয়সমূহ মোকাবেলা করতে **ড্যানিশ ইন্সটিটিউট ফর হিউম্যান রাইটস (ডিআইএইচআর)** এর সাথে **সোস্যাল একাউন্ট্যাবিলিটি ইন্টারন্যাশনাল (এসএআই)** এর অংশীদারিত্বে **ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট ব্যুরো অব ডেমোক্রেসি, হিউম্যান রাইটস এন্ড লেবার**-এর আর্থিক সহায়তায় **পিলার্স ইন প্র্যাকটিস** শীর্ষক একটি কর্মসূচি সৃষ্টি করা হয়। বাংলাদেশ, নিকারাগুয়া ও জিম্বাবুয়ের গার্মেন্টস্, কৃষি এবং খনিজ শিল্পে সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থায়িত্বশীলতায় অবদান রাখার পাশাপাশি মানবাধিকারের প্রতিরক্ষা, সম্মান এবং প্রতিকার পাওয়ার লক্ষ্যে **ইউনাইটেড নেশনস গাইডিং প্রিন্সিপ্যাল অন বিজনেস এন্ড হিউম্যান রাইটস (ইউএনজিপি)** কার্যক্রমের অনুশীলন অগ্রায়ন করার জন্য **পিলার্স ইন প্র্যাকটিস** প্রকল্পের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

ডিআইএইচআর এবং **এসএআই** এর স্থানীয় অংশীদার বাংলাদেশের **সি এস আর সেন্টার**, নিকারাগুয়ার **ইউনিওন নিকারাগিনিজ পারা লা রেস্পন্সাবিলিডাড সোস্যাল এম্প্রেসারিয়াল (ইউএনআইআরএসই)** এবং জিম্বাবুয়ের **জিম্বাবুয়ে এনভাইরোন্মেন্টাল ল্য এসোসিয়েশন (জিলা)** কে সাথে নিয়ে সেপ্টেম্বর ২০১২ - সেপ্টেম্বর ২০১৪ সময়কালে **পিলার্স এন্ড প্র্যাকটিস** প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রকল্পটি সংশ্লিষ্ট দেশসমূহে বৈচিত্রময় এক্টর-গণের দ্বারা **ইউএনজিপি** কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিকাশ ও সহযোগীতা করতে সফলভাবে স্থানীয় অংশীদারদের দক্ষতা গড়ে তুলেছে। **পিলার্স এন্ড প্র্যাকটিস** প্রকল্পের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় অংশীদারগণ সচেতনতা সৃষ্টি করছে, সংলাপ ঘটিয়েছে পাশাপাশি কোম্পানিসমূহের সাংগঠনিক সমৃদ্ধিও বিকাশ করছে।

ইউএনজিপি-র স্তম্ভসমূহ (টঘএচ চরষষধৎং)ঃ

রাষ্ট্রের দায়িত্ব প্রতিরক্ষা প্রদান করা

১ প্রতিরক্ষা (I)

যা উপযুক্ত আইন, বিধি ও বিচারিক মিমাংসার নিয়ম কার্যকর করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সহ সকল তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক সংঘঠিত মানবাধিকার পরিপন্থি অন্যায় আচরন থেকে প্রতিরক্ষা করবে

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব মেনে চলা

২ মেনে চলা (II)

মানব আধিকারসমূহকে অথাৎ সকল পরিশ্রমের ন্যায্য শ্রমের মুল্য প্রাপ্তির অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ও কর্মস্থলে সংগঠিত ক্ষতিপূরণ আদায়ে সক্রিয় কার্যক্রমসমূহকে সম্মান প্রদান করবে।

কর্মস্থলে কার্যকর প্রাতকারের আধকার পাওয়া

৩ প্রাতকার (III)

এমনকি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সুস্থভাবে পরিচালিত হলেও ব্যবসা পরিচালনার ফলে কর্মস্থলে সৃষ্ঠ মানবাধিকার পরিপন্থি আচরনের প্রভাব দেখা দিলে আক্রান্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই প্রতিকার চাইবার এবং পাইবার যথাযথ অধিকার থাকতে হবে।

সচেতনতা (অধিৎবহবংং)ঃ

এসএআই -এর কর্মসূচির স্থানীয় অংশীদার সি এস আর সেন্টার, বাংলাদেশের জন্য দক্ষতা গড়ে তোলায় ইউএনজিপি-র কার্যক্রমসমূহ তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশের জন্য "জাতীয় সিএসআর নির্দেশিকা"র পাশাপাশি "শিশুদের জন্য জাতীয় সিএসআর নীতি"তে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এসকল নীতিমালাসমূহ বাংলাদেশজুড়ে সচেতনতা গড়ে তোলার শুরুক হিসাবে দুইটি নতুন টুল তৈরী করা হয়েছে, যেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘন মোকাবেলার আলোচনা করার পাশাপাশি ইউএনজিপি-র এর কর্মকাঠামো থেকে কার্যক্রমসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে।

জিম্বাবুয়ের খনিজ আহরণ শিল্পখাতের উন্নয়নে নিবদ্ধ একটি সুশীল সমাজ সংগঠন, সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সি আর ডি), পিলার্স এন্ড প্র্যাকটিস প্রকল্পের মাল্টি স্টেকহোল্ডারদের উপদেষ্টা কমিটির (ম্যাক) সভায় অংশগ্রহণ করা পর্যন্ত নিকারাগুয়ার সরকার ও ব্যবসায়িক কোম্পানিসমূহকে সম্পৃক্ত করানোর লড়াই করেছে। উক্ত সভায় ধারণা করার তুলনায় অত্যাধিক সংখ্যক অংশগ্রহণকারী উপস্থিত থেকে ইউএনজিপি-র কার্যক্রমের কর্মকাঠামো ব্যবহার করে মানবাধিকার নিয়ে অকপটে আলোচনা করার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

সংলাপ (উরধষড়মঁব)ঃ

জিম্বাবুয়েতে জিলা (জেডইএলএ) রিপোর্ট করেছে যে পিলার্স এন্ড প্র্যাকটিস প্রকল্পের কার্যক্রম পরিবর্তনশীল ছিল। যদিও জিলা ২০০৯ সাল থেকে খনিজ শিল্প নিয়ে কাজ করছিল, তবুও জিলা (জেডইএলএ) এর নীতিকে আপোস করার ভয়ে খনিজ শিল্পের কোম্পানিসমূহের সাথে জিলা (জেডইএলএ) এর নির্বাহী পরিচালক কখনো জড়িত হয় নাই। পিলার্স এন্ড প্র্যাকটিস প্রকল্প শুরু হবার পর, জিলা (জেডইএলএ) এর নির্বাহী পরিচালক, জিম্বাবুয়ের খনিজশিল্পের চেম্বারস্ অব কমার্সের বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করেন এবং স্টেকহোল্ডারদের সাথে ইউএনজিপি-র কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণসমূহ সম্পর্কে উপযুক্তভাবে কথা বলার সক্ষমতা অনুভব করেন।

নিকারাগুয়াতে কিছুসংখ্যক ক্ষুদ্র কলা উৎপাদনকারী তাদের কাজের পরিবেশ উন্নত করতে চায় এবং ইউএনজিপি-র কার্যক্রমের নির্দেশিকাসমূহ অনুসরণ করে ব্যবসায়িক কোম্পানিসমূহের সাথে আলোচনা করে ঐক্যমতে পৌছার জন্য শ্রমিক ইউনিয়ন প্রতিনিধিগণকে অনুরোধ করেছে। এভাবেই মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যপকতার বিষয়ে কথা বলার জন্য একসেট আলাপচারিতার কাঠামোর সাথে নতুন একটি সংলাপের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। ইউএনজিপি-র কার্যক্রমের সাথে সঙ্গতি রেখে, কোম্পানির সঙ্গে বৈঠক করতে সরকারের প্রতিনিধিগণকে আমন্ত্রণ জানিয়ে কলা উৎপাদনকারী ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনা করে কোম্পানিসমূহের দায়িত্ব বহির্ভূত মানবাধিকারের সম্মান রক্ষা করার পাশাপাশি সরকারের দায়িত্ব প্রতিরক্ষা করার সিদ্ধান্তে পৌছেছেন। গঠনমূলক সংলাপের মাধ্যমে কোম্পানির আচরণ পরিবর্তন এবং মানবাধিকারের জন্য প্রভাব বিস্তারকারী সরকারের নীতি পরিবর্তনের একটি লক্ষ্যে সকল কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সমৃদ্ধি (এৎড়ঃিয)ঃ

পিলার্স এন্ড প্র্যাকটিস প্রকল্পের আওতায় সকল দেশেই কোম্পানিসমূহকে প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য টুল হিসাবে ইউএনজিপি-র কার্যক্রম বাস্তবায়নের লিখিত নির্দেশিকাসহ হ্যান্ডবুক তৈরী করা হয়েছে, যা প্রতিটি দেশের ও শিল্প খাতের সাথে সঠিকতার পাশাপাশি প্রাসঙ্গিকতা নিশ্চিত করতে স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের নিকট যাচাই করে স্বীকৃতি গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে সি এস আর এবং এইচ আর তত্ত্বাবধানের জন্য একজন এক্সিকিউটিভ নিয়োগ দিয়ে সকল কারখানার প্রশিক্ষণের সাথে এই হ্যান্ডবুক ব্যবহার করেছে। আগামী বছরের মধ্যে পাঁচটি কারখানায় তারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রতিকার করার পাশাপাশি যারা নির্যাতিত হয়েছে তাদেরকে কিভাবে প্রতিরক্ষা প্রদান করতে পারবে তা অবগত হতে পারবে। হ্যান্ডবুকটি কারখানার সম্প্রদায়ের সাথে সংলাপ শুরু করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। কোম্পানি কর্তৃক আরো সম্পূর্ণভাবে সম্প্রদায়কে সম্মান করতে এবং যেখানে প্রয়োজন প্রতিকার প্রদান করার কৌশল কিভাবে খুঁজে বের করার উদ্যোগ উন্নয়নের প্রসার করতে পারবে তা অনুভব করতে পেরেছে। তারা পর্যবেক্ষণ করতে পেয়েছে যে, সন্তানদের শিক্ষাপ্রদান বৃত্তি ও উন্নত পয়ঃনিস্কাশন পদ্ধতি তাদের চাহিদা ছিল, যাতে করে কারখানা কর্তৃক একটি প্রবাহমান পয়ঃনিস্কাশন পদ্ধতি উন্নয়নের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে।

নিকারাগুয়ায় কলা উৎপাদনকারী কর্মীদের ইউনিয়ন ইউএনজিপি-র কার্যক্রমসমূহ নিজস্ব ভাষায় গ্রহণ করেছে এবং ইউএনজিপি-র কার্যক্রমের সারসংক্ষেপকে তাদের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরী করার পাশাপাশি পাঁচটি প্রধান কলা উৎপাদনকারী শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের নিজস্ব অর্থায়নে সকল অংশগ্রহণকারীদের জন্য প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করেছে।

যদিও জিম্বাবুয়েতে ব্যবসায়িক উদ্যোগসমূহ আরো বেশী উন্মুক্ত যা মানব অধিকারের পাশাপাশি ব্যবসার জন্য ব্যবসায়িক ক্ষেত্র তৈরী করার জন্য (সি আর ডি)-এর অভিজ্ঞতার অভাব আছে। পিলার্স এন্ড প্র্যাকটিস প্রকল্পের অংশগ্রহণের মাধ্যমে খনিজ আহরণ কোম্পানিসমূহের মানবাধিকার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসমূহের মূল্যায়ন করতে তারা তাদের দক্ষতা গড়ে তুলেছে, যাতে এখন থেকে ভবিষ্যতে ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে তারা সক্ষম হয়।

SAI SOCIAL ACCOUNTABILITY INTERNATIONAL

THE DANISH INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS

Zimbabwe Environmental Law Association (ZELA)

CSR CENTRE